6/3/2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

ভোরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আকর্ষণ হারাচ্ছে বিদেশীরা আর পড়তে আসছে না

রেটিঙে নিচে অবস্থান, বৃত্তি না থাকা, অস্থিতিশীল ক্যাম্পাস, সবক্ষেত্রে বিলম্ব ও জটিলতাই কারণ

শ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড সেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা মশ কমে যাচ্ছে। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহির্বিশ্ব থেকে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা য় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

ছয়-সাত বছর আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা দেশীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশের কোঠায় সেখানে বর্তমান সংখ্যা ত্র ৩ জন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে র্বোচ্চ সংখ্যক বিদেশী শিক্ষার্থী পড়তে আসে ১৯৯৬-৯৭ সালে। বছর তাদের সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। এর আগে ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে এই সংখ্যা ছিল ৪২ জন। বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে ৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে। ২৫ জন বিদেশী ভর্তি হয় এই শিক্ষাবর্ষে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ ২০০০-২০০১-এ এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩ জনে নেমে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক এবং বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা যায়, রেটিঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নিচের দিকে থাকা, বৃত্তির কোনো ব্যবস্থা না থাকা, ক্যাম্পাসের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষা পদ্ধতি, ভাষাগত সমস্যা, অনিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব এবং সর্বোপরি ভিসা ও ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আকর্ষণ হারাচ্ছে

● প্রথম পাতার পর ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিদেশী শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগ্রহ ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা যেমন রয়েছে তেমনি সরকারের পররাষ্ট্র, শিক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাও রয়েছে। ফলে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে বিদেশীদের সংখ্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো দূর করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের রয়েছে গা ছাড়া মনোভাব। মাঝেমধ্যে সিন্ডিকেট বৈঠকে এ সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা আর বাস্তবায়িত হয় না।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রসপেকটাস গত এক বছরেও বের করা হয়নি। বিদেশী অনেক ছাত্রছাত্রীই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসে প্রসপেকটাস দেখতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে না পেরে তারা ভর্তির আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

প্রসপেকটাস প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ জানান, বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এসে না পৌঁছানোর কারণে প্রসপেকটাস প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আগামী ২/১ মাসের মধ্যে বের হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভর্তি প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে বিদেশীদের। জানা যায়, একজন বিদেশী শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে অনেক মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে তারপর ভর্তি হতে হয়। তাকে প্রথমে নিজ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হয়। এরপর তা যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। সেখান থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অতঃপর ক্ষেত্রবিশেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফিকেশন শেষে অনুমতি পাওয়া যায় ভর্তি হওয়ার।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের এখানে পড়তে উৎসাহিত করার জন্য প্রস্তাবিত ফরেন স্টুডেন্টস সাপোর্ট সেন্টার দীর্ঘ দেড় বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি।

ভাষাগত সমস্যাও বিদেশী শিক্ষার্থীদের এখানে আসতে নিরুৎসাহিত করছে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষক জানান, যেখানে মিডিয়াম অফ ইন্সট্রাকশন হচ্ছে বাংলা সেখানে কেনইবা বিদেশীরা পড়তে আসবে। বিদেশী অনেক শিক্ষার্থীই এই সমস্যার কথা বলেছেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ৩য় বর্ষের ছাত্র সোমালিয়ার ইয়াসীন ও রশীদ জানান, 'উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি ভেরি ওয়েল, সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু ফলো হোয়াট দ্য টিচার্স সে'। দুএকটি বিভাগ ছাড়া অন্য সব বিভাগেই বাংলায় ক্লাস নেওয়া হয় বলে জানা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশীদের জন্য কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়টিও বিদেশীদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে নিরুৎসাহিত করে বলে কয়েকজন বিদেশী শিক্ষার্থী জানান।

অনেক সময় বিনিময় চুক্তিতে এদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে গেলেও বিদেশ থেকে এদেশে কেউ পড়তে আসে না বলে জানা যায়।

'৯৭-এর আগস্টে ফিলিপাইনের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি ছাত্র বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও পরবর্তী সময়ে চুক্তিটি কার্যকর করার কোনো উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি। অথচ এ চুক্তির আওতায় কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের ফিলিপাইনে পড়তে পাঠাচ্ছে। অথচ ফিলিপাইন থেকে এখানে কেউ পড়তে আসছে না।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সাধারণত সোমালিয়া, নেপাল, ইরান, সৌদি আরব, কোরিয়া, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশ থেকেই অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতো।

১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ২৫ জন বিদেশীর মধ্যে নেপাল এবং কোরিয়ার শিক্ষার্থী ছিল যথাক্রমে ১১ ও ৬ জন। এর পূর্ববর্তী '৯৮-'৯৯ শিক্ষাবর্ষে ২৭ জনের মধ্যে নেপালের শিক্ষার্থী ছিল ১০, সোমালিয়ার ৪, ইরানের ৫, সৌদি আরবের ৩ জন।

সর্বশেষ ২০০০-২০০১ সালে ভর্তি হওয়া ৩ জন এসেছে ইরান, নেপাল ও কোরিয়া থেকে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে বাংলা ভাষা শেখার জন্যই বেশির ভাগ বিদেশী ছাত্রছাত্রী এসে থাকে। এছাড়া বিজ্ঞান অনুষদের ফার্মেসি, কম্পিউটার সায়েন্স, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্য অনুষদ এবং কলা অনুষদের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইংরেজি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক প্রশাসন প্রভৃতি বিভাগের প্রতি বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ থাকে। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ২৭ জন বিদেশী শিক্ষার্থীর মধ্যে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১১ জন, ফার্মেসিতে ৫ জন, চারুকলায় ৪ জন, মার্কেটিঙে ৩ জন, সাংবাদিকতায় ২ জন এবং লোক প্রশাসন ও আরবিতে ১ জন করে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে নেপাল থেকে আসে ১০ জন এবং কোরিয়া থেকে ৬ জন। এ ছাড়া ফিলিপাইন, ফ্রান্স, জাপান, চীন, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড, সৌদি আরব, ভারত, ইরাক, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া থেকে ১ জন করে বিদেশী পড়তে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো স্থির এবং সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে পারেননি। বছর বছর তারা বিদেশীদের জন্য বেতনের হার পরিবর্তন করেন। অনেক শিক্ষার্থীই এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখা যায়, ১৯৯৪ সালে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস বাবদ বার্ষিক এককালীন ৬০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। কয়েক মাস পরেই তা কমিয়ে ৬ হাজার টাকা করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে আবার ৬০ হাজার টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এর এক মাস পর সার্কভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা বেতন নির্ধারণ কর হয়।

বাৎসরিক বেতন এক সঙ্গে ৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা করায় অনেক বিদেশী শিক্ষার্থীই তাদের দেশ থেকে আর কাউকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার জন্য উৎসাহিত করছেন না বলে তারা জানান।

বিদেশ থেকে আর আগের মতো ছেলেমেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসছেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাবে অনেক বিদেশী ছাত্রছাত্রী জানান, এখানে থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা না থাকা, বিভিন্ন বিভাগে বিশ্বমানের সিলেবাস অনুসরণ না করা, বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান এদেশে বিদেশীদের পড়তে না আসার অন্যতম কারণ। অনেকে জানান, বাইরের দেশগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যথাযথভাবে প্রচার না হওয়াটাও একটা কারণ হতে পারে।

বিদেশী ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানান, আগে সোমালিয়া, ইরান, জর্ডান, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকায় এসব দেশ থেকে বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসতো। এখন ঐসব দেশের অবস্থা অনেক ভালো তাই ওরা আর আগের মতো এদেশে আসে না।

নেপালের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমে যাওয়া প্রসঙ্গে এক শিক্ষক বলেন, যখন ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক খারাপ ছিল তখন অনেক নেপালিই এদেশে পড়তে আসতো। এখন সম্পর্ক ভালো হওয়ায় তারা ভারতেই পড়তে যায়।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যাওয়া প্রসঙ্গে ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'ওদের সংখ্যা বাড়লে বা কমলে আমাদের কিছু আসে যায় না। বরং ওরা যে পরিমাণ বেতন দেয় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি টাকা খরচ হয় ওদের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। আমরা বিদেশীদের ভর্তি হতে তেমন একটা এনকারেজও করি না।' তারপরও বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের এখানে ভর্তি হতে আকৃষ্ট করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিভাগ খোলা হবে বলে অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী উল্লেখ করেন।